DhakaProbe
সময়ের সাথে, সত্যের পথে

সত্যের সাথে, সত্যের পথে

সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) তৈরি: 16 Aug 2026, 08:03 AM

আন্তর্জাতিক

বাড়তে পারে মক্কা প্রতিরক্ষা জোটের পরিধি

প্রতিবেদক: আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশের তারিখ: রোববার, ১৬ আগস্ট ২০২৬, ১২:০৩ PM

তুরস্ক, সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে মিসরও যোগ দিতে পারে বলে জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। তিনি বলেছেন, চুক্তিটি ভবিষ্যতে আরও সদস্য যুক্ত করার জন্য উন্মুক্ত।

কাতার ভিত্তিক গণমাধ্যম আল-জাজিরাকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে এরদোগান বলেন, মিসরের এই জোটে যোগ দেওয়ার বিষয়টি সম্ভব। তার মতে, চুক্তিতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রয়েছে।

গত ৭ আগস্ট পবিত্র মক্কায় তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান, সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এই প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তির মূল শর্ত হলো তিন দেশের যেকোনো একটির ওপর সশস্ত্র হামলা হলে সেটিকে তিন দেশের বিরুদ্ধেই হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

এই বিধানকে অনেক বিশ্লেষক ন্যাটোর আর্টিকেল ৫-এর সম্মিলিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করছেন। তবে পাকিস্তান ও তুরস্কের

কর্মকর্তারা স্পষ্ট করেছেন, এটি ন্যাটোর বিকল্প নয় এবং কোনো নির্দিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে গঠিত জোটও নয়।

চুক্তির আওতায় তুরস্ক, সৌদি আরব ও পাকিস্তান উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক ও সামরিক সমন্বয় বাড়াবে। তিন দেশ যৌথ সামরিক মহড়ার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা, প্রযুক্তি বিনিময় এবং যৌথ প্রতিরক্ষা প্রকল্পেও কাজ করবে। স্থল, নৌ, আকাশ ও সাইবার ক্ষেত্রে যৌথ মহড়ার পরিকল্পনাও রয়েছে।

মিসর এই জোটে যোগ দিলে এর ভৌগোলিক ও সামরিক গুরুত্ব আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে মিসরের বিশাল সামরিক সক্ষমতা এবং সুয়েজ খালের কৌশলগত অবস্থান জোটটির আঞ্চলিক প্রভাব বাড়াতে পারে।

সাক্ষাৎকারে এরদোগান হরমুজ প্রণালির পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রণালিটি পুনরায় খুলে দেওয়া তুরস্কের জন্য অগ্রাধিকার এবং এর দীর্ঘস্থায়ী বন্ধাবস্থা কারও স্বার্থ রক্ষা করছে না।

এদিকে হরমুজ ঘিরে চলমান সংকটের মধ্যে সৌদি, তুরস্ক ও পাকিস্তানের নতুন নিরাপত্তা কাঠামোকে মধ্যপ্রাচ্যে একটি পরিবর্তনশীল আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এরদোগান বলেন, আঞ্চলিক সংকটে তুরস্ক তার প্রতিবেশীদের একা ছেড়ে যাবে না। সিরিয়ায় স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় তুরস্ক কাজ করবে এবং সিরিয়ার কুর্দিরাও শান্তি ও স্থিতিশীলতার অংশীদার হবে বলে জানান তিনি।

গাজা প্রসঙ্গে এরদোগান বলেন, তুরস্ক গাজাকে একা ছেড়ে যেতে পারে না। গাজাকে সমর্থনে প্রয়োজনীয় সবকিছু করার কথাও জানান তিনি।

লেবাননে ইসরাইলের অব্যাহত হামলা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে লেবাননের যুদ্ধ বন্ধের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছেন বলেও জানান এরদোগান।

এ বিভাগের আরও খবর

ওমানকে নিয়ে হরমুজে নৌপথ বানাচ্ছে ইরান
হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলের জন্য একটি অস্থায়ী নৌপথ নির্ধারণে ইরান ও ওমান কাজ করছে বলে জানিয়েছেন ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। শাহর...

গাজায় দুই ভবনের ধ্বংসস্তূপে মিললো ২১ ফিলিস্তিনির কঙ্কাল

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার দুটি ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে ২১ জন ফিলিস্তিনির দেহাবশেষ (কঙ্কাল) উদ্ধার করেছে উদ্ধারকারী দ...

ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্প, নিহত বেড়ে ৪৭

ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলে ৭ দশমিক ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৪৭ জনে দাঁড়িয়েছে। দেশটির জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থার...

লেবাননে ইসরাইলি বিমান হামলায় ৩ শিশুসহ নিহত ১১

দক্ষিণ লেবাননে ইসরাইলি বিমান হামলায় অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে তিন শিশু রয়েছে। শনিবারের (১৫ আগস্ট) এ হামলাকে গত জুনে ইসরাই...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://dhakaprobe.com/international/barte-pare-mkka-prtirksha-joter-pridhi